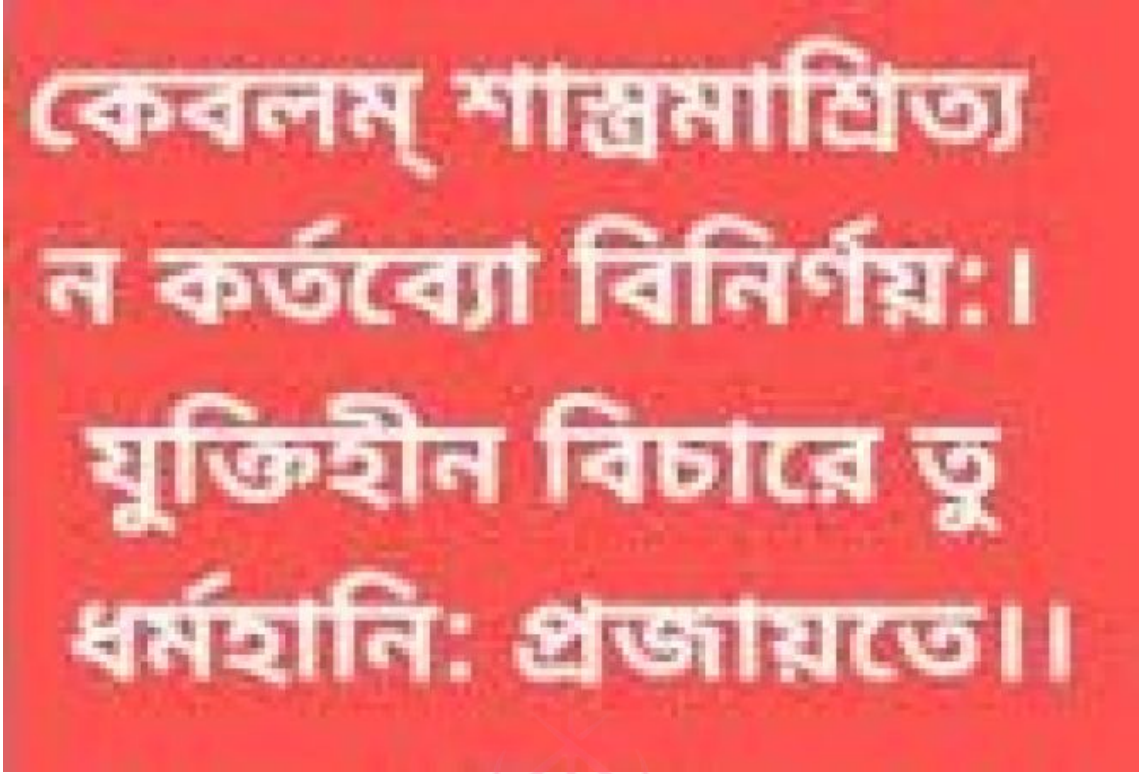




যুক্তিহীন বা বুদ্ধিহীন বিচারে ধর্মের হানি বা ক্ষতি সাধিত হয়.

"কেবলম্ শাস্ত্রমাত্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্গয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

-----[বৃহস্পতি স্মৃতি/ ব্যবহার কান্ডম্/ ১১৪ তম শ্লোক]

□ যুক্তিহীন বা বুদ্ধিহীন বিচারে ধর্মের হানি বা ক্ষতি সাধিত হয়. ।

এই সংস্কৃত শ্লোকটি বৃহস্পতি সংহতি (বা বৃহস্পতি স্মৃতি) থেকে নেওয়া হয়েছে, যা কোনো ব্যক্তির শুধু কথার উপর নির্ভর করে অন্ধ অনুকরণ/গ্রন্থ পড়ে বা তার দোহাই দিয়ে নয়, বরং যুক্তিনির্ভর শাস্ত্রের বিচারের কথা বলে। এর অর্থ হলো: কেবল কোনো ব্যক্তির শুধু কথার উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়; কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্মের হানি হয়।

"যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে" হলো বৃহস্পতি স্মৃতি (ব্যবহার কান্ডম্, ১১৪ শ্লোক) থেকে উদ্ধৃত একটি বিখ্যাত নীতিবাক্য, যার অর্থ □ যুক্তি বা বিচার বিবেচনা ছাড়া কেবল অনুসরণ করলে ধর্মের হানি বা ক্ষতি হয়. ।

এর অর্থ হলো অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে সত্য বা ধর্ম নির্ণয় করা উচিত, শুধু কোনো ব্যক্তির শুধু কথার উপর নির্ভর করে অন্ধ অনুকরণ/গ্রন্থ পড়ে বা তার দোহাই দিয়ে দোহাই দিয়ে নয় ।

কোনো কিছু বশির্বাস করার আগে তা শাস্ত্রের যুক্তিসিঙ্গত কনিা, তা যাচাই করা প্রযোজন।

যদিকোনো কিছু প্রথা হিসিবে চলে আসছে কন্িতু তা যুক্তিও হতিবোধের বরিোধী, তবে তা অনুসরণ করলে প্রকৃত ধর্মে বা নীতবিোধের ক্ষতি হয়।

অন্ধবশির্বাস বা অন্ধ আনুগত্য কখনোই সঠিক পথ দেখাতে পারেনা, বরং তা 'ধর্মহানি' বা নীতবিোধের বনিশ ঘটায়। অর্থাৎ, শুধু কোনো ব্যক্তির শুধু কথার উপর নির্ভর করে অন্ধ অনুকরণ/গ্রন্থ পড়ে - সেই কথাকে যুক্তির কষ্টপিথরে যাচাই করেই গ্রহণ করা উচতি।

এই বাক্যটি অন্ধবশির্বাস বর্জন করে শাস্ত্রের বচারবুদ্ধি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কর্ম / চন্িতা / বচার করা উচতি।

